



আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১০

বিশেষ সংখ্যা

“জানবো জানাবো, দুর্বোতি রুখবো”

“তথ্য জানার অধিকার আপনার
মৌলিক অধিকার”

“গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে তথ্য
অধিকার আইন কার্যকর করুন”

“তথ্যের অধিকার সুশাসনের
হাতিয়ার”

“চাই তথ্য অধিকার আইনের
কার্যকর বাস্তবায়ন”

“তথ্যই শক্তি দুর করবে দুর্বোতি”

এ সংখ্যায় থাকছে...

আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার
দিবস

পৃষ্ঠা - ১



টিআইবির তথ্যসেবা

কার্যক্রম

পৃষ্ঠা - ১



সাফল্যের কাহিনী ...

পৃষ্ঠা - ২

*Six key challenges in
implementing RTI*

Page - 3



আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস

তথ্য প্রাপ্তি মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। এই অধিকারকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী উদ্যোগের অংশ হিসাবে ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহরে, তথ্যের উন্নততার জন্য কাজ করে। বিভিন্ন দেশের এমন কিছু সংগঠন এক সভায় মিলিত হয়ে একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে যার নাম ‘Freedom of Information Advocates’ (FOIA Network)। সেই সাথে এ দিনটিকে ‘তথ্য জানার অধিকার দিবস’ হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দিবসটি পালনের মূল উদ্দেশ্যে হলো তথ্য জানার অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃক্ষির মাধ্যমে সরকার ব্যবস্থায় জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচারণা এবং দাবী জোরালো করা। ২০০২ সালের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ দিবসটি গুরুত্বের সাথে উদ্যাপন করে আসছে। বর্তমানে কমনওয়েলথের ১০টি দেশসহ ৬০টিরও বেশী দেশ নির্দিষ্ট তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যে প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানেও এই আইন কার্যকর রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ করে। বাংলাদেশের নাগরিকদের তথ্য জানার অধিকারের দাবী জোরাদার করার লক্ষ্যে ট্রাঙ্গপারেলি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ২০০৬ এ প্রথমবারের মত ‘তথ্য জানার অধিকার দিবস’ (Right to Know Day) উদ্যাপন করে।

টিআইবির তথ্যসেবা কার্যক্রম

কমনেশি সব শ্রেণীপেশার মানুষকে সাধারণত স্বাস্থ্যসেবার জন্য হস্পাতাল, সভানের লেখাপড়ার জন্য সরকারি বিদ্যালয়, আণ বা ভাতা এমনকি বিচার শালিসের প্রয়োজনে তার এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের শরণাপন্ন হতেই হয়। আর এসবই দরিদ্র



তথ্য জানার সুযোগ জনগণের চিন্তা, বিকে ও বাক-সাধীনতার সাংবিধানিক অধিকারের পরিপূরক। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফলে দেশের আন্তে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি সেবাপ্রদানকারি প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারবে। অথচ নাগরিক হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতা হলো-সেবার জন্য কোথাও গেলে কী সেবা পাব, কিভাবে পাব, কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কোন দিক দিয়েই বা যাব-এসব উভর জানা সহজ হয় না। ট্রাঙ্গপারেলি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, সেবা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য না জানা থাকায় সাধারণ মানুষ তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। বর্ধনার এই জায়গা থেকে সে পরবর্তীতে দুর্বোতির শিকার হয়।



তথ্য অধিকার
আইনের ছয়
নম্বর ধারায় সব
প্রতিষ্ঠানের
সেবা বিষয়ক
তথ্য প্রকাশের
উদ্যোগ গ্রহণের
জন্য কিছু দিক
নির্দেশনা দেয়া

হয়েছে। এর পাশাপাশি সুনীল সংগঠনগুলোর উদ্যোগে তথ্য প্রকাশের পরিপূরক কৌশল গ্রহণের ভূমিকা বিবেচনা করা প্রয়োজন। টিআইবি পরিচালিত ‘তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স’ কার্যক্রম এমনই একটি কার্যকর কৌশল। সেবা প্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে টিআইবির এ ধরনের সহায়ক ভূমিকা কার্যত: সাধারণ মানুষকে তথ্য জানার সুফল পেতে সহযোগিতা করছে, পাশাপাশি তাদের ক্ষমতাবান করে তুলতে সাহায্য করছে।

অসহায় মানুষের ভোগাতির অন্যতম জায়গা। প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে থাকতে টিআইবি ঠিক এই জায়গাগুলো থেকেই কাজ করছে। হানীয় পর্যায়ে সচেতন নাগরিক কমিটি বা সনাকের মাধ্যমে প্রথমদিকে কার্যালয়ভিত্তিক ডেক্স ও পরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে আন্যমান পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে যারা নিজে থেকেই তথ্য জানতে আগ্রহী হয়ে ডেক্সে এসেছেন তারা যেমন উপকৃত হয়েছেন তেমনি যারা নাগালের মধ্যে এ ধরনের সুযোগ পাচ্ছেন না অথচ কাজের স্বার্থে দুর-দুরান্ত থেকে সরকারি সেবার জন্য আসছেন, তারা সেখান থেকেই আন্যমান কার্যক্রমের সুবিধা পাচ্ছেন এবং উপকৃতও হচ্ছেন। আন্যমান ডেক্স এর মাধ্যমে হস্পাতাল, প্রাথমিক স্কুল এবং ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভায় যারা কাজে আসেন, তাদেরকে সেই প্রতিষ্ঠানের সেবা বিষয়ক তথ্যপত্র বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে যারা লেখাপড়া জানে না তাদেরকে বিজ্ঞারিত তথ্য মুখে বলে দেওয়া হয়, এমনকি সরাসরি সহযোগিতাও করা হয়। এ ধরনের আন্যমান তথ্য ও পরামর্শ ডেক্সের কার্যক্রম পুরোপুরি নির্ভর করে সাক সদস্যদের সমর্থন ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত ইয়েলু

চিআইবির তথ্যসেবা কার্যক্রম

এনগেজমেন্ট সাপোর্ট বা ইয়েস সদস্যদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের উপর। এখানে বলে রাখা দরকার, তথ্যপ্রত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সরবরাহ করা তথ্যের ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিত করতে তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স কার্যক্রম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও এ কার্যক্রমকে তাদের প্রতিষ্ঠানের সেবার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক বলে মনে করেন।

চিআইবির সনাকগুলোতে ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৯শত ৬১ টি আম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর মাধ্যমে অনেকক্ষেত্রে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। যেমন, হাসপাতালের প্রাপ্ত সেবা ও সেবা ফি'র তালিকা এবং ঔষধের তালিকা দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক

বিদ্যালয়েও উপর্যুক্ত প্রদানে স্বচ্ছতা, বরে পড়া শিক্ষার্থীর হার বিষয়ে পরিবর্তন এসেছে। স্থানীয়



চিআইবির এআই- ডেক্স পরিদর্শন করছেন মাননীয় স্থান্ত্রিকী আ.ফ.ম. রহমান হক

সরকার প্রতিষ্ঠানে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের চিত্র বহন করে।

একইভাবে দেশের অন্যতম স্থান্ত্রিকী প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তথ্য ও পরামর্শ সহযোগিতার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২০০৮ এর জুন

থেকে 'আম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স' কার্যক্রমের শুরু। হাসপাতালের বহির্বিভাগ সংলগ্ন করিডোরে মানুষকে হাসপাতালে প্রাপ্ত সেবার তথ্য বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি প্রশাসনকেও কার্যকর তদারকি বৃদ্ধির জন্য উন্মুক্ত করা হয়। গত দু'বছরে পরিচালিত ৩২টি ডেক্সের মাধ্যমে মোট ৩১ হাজার ৫ শত ১২ জনকে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডেক্সের পুরো কার্যক্রমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করে থাকে।

তথ্য অধিকার আইনের মূল লক্ষ্য অনুযায়ি সকল পর্যায়ে তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। প্রয়োজনে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের সহায়ক হিসেবে সুশীল সংগঠনের পাশাপাশি গণমাধ্যমেরও ভূমিকা পালন করা দরকার।

স্বেচ্ছাপ্রোদিত প্রকাশ

চিআইবির স্বপ্নপোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে থাকে। চিআইবির গভর্ন্যাল, ব্যবস্থাপনা, স্ট্রাটেজিক এবং কর্ম পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়ন, সমস্ত পলিসি ডকুমেন্ট এবং ম্যানুয়াল, বাজেট, অর্থ ও একাউটস সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত, চিআইবির ওয়েবসাইটে সহজপ্রাপ্ত। যে সকল তথ্য ওয়েবসাইট বা অন্য প্রকাশনার মাধ্যমে পাওয়া যাবেনা তা ই-মেইল বা ফোনের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে, চিআইবির তথ্য সরবরাহের মাধ্যমগুলো হল, info@ti-bangladesh.org অথবা ফোন বা চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা যাবে: ম্যানেজার, রিসোর্স সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৬ এ ঠিকানায়।

সাফল্যের কাহিনী...

ঘটনা ১ : জামালপুর শহর থেকে অনতিদূরেই করিমের বাড়ি। করিম একজন তরুণ কৃষক। তার কিছু জমি আছে। এই জমিতে সে বিভিন্ন মৌসুমে সবজি উৎপাদন করে থাকে। এ সবজিগুলো সে ঢাকার বাজারে সরবরাহ করে থাকে। তাই জামালপুর রেলওয়ে স্টেশনে ঢাকাগামী ট্রেনটির সে একজন নিয়মিত যাত্রী। টিকেট না কেটে ট্রেনে উঠবার সাহস করিমের নেই। কিন্তু জামালপুর রেল স্টেশনে কালোবাজারীদের কাছ থেকে প্রতিদিন চড়া মূল্যে টিকিট কেনার বিষয়টি তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে পিয়েছিল। একদিন কিছু ছেলেমেয়েদের করিম লক্ষ্য করে, তারা স্টেশনের বিভিন্ন কাউন্টারে এবং যাত্রীদেরকে কি যেন জিজেস করছে। এর কিছুদিন পর, করিম একদিন ঢাকাগামী ট্রেনের জন্য প্রতিদিনের মত স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েছিল। সে লক্ষ্য করে এ ছেলেমেয়েগুলো লিফলেট বিতরণ করছে যাত্রীদের মধ্যে। এক সময় একটি ছেলে তার দিকে এগিয়ে আসে এবং লিফলেটটি দিকে বাড়িয়ে দেয়। করিম আবিষ্কার করে এই রেলওয়ে স্টেশন সম্পর্কিত যেমন- প্রতিদিন স্টেশন থেকে কয়টি ট্রেন ছাড়া হয়, তাদের সময়সূচি, আসন সংখ্যা, টিকেটের প্রকৃত মূল্য ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে এই লিফলেটিতে। এভাবেই এই তরুণ তরুণীদের উদ্যোগে জামালপুর রেল স্টেশনে টিকেটের কালোবাজারী যে রমরমা অবস্থা ছিল তার অবসান ঘটে। বিষয়টি ছিল এই যে, যাত্রীরা তাদের জন্য বরাদ্দ সিটের সংখ্যা এবং টিকেটের সঠিক মূল্য সম্পর্কে জানতো না। স্থানীয় সচেতন নাগরিক কমিটির একটি স্বেচ্ছাসেবক দল রেলওয়ে সেবা বিষয়ক একটি লিফলেট/তথ্যপ্রত তৈরী করে যাত্রীদের মধ্যে বিলি করে। এর ফলে যাত্রীরা টিকেটের সঠিক মূল্য এবং বরাদ্দ সিট সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারে এবং টিকেট কালোবাজারীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। বর্তমানে জামালপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রকাশ্যে টিকেট কালোবাজারী প্রায় বৰ্ষ হয়ে গেছে।

তথ্য জানার অধিকার দিবস ২০১০ উপলক্ষ্যে চিআইবির কার্যক্রম

এ বছর আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে সংগঠিত ও উন্মুক্ত করতে এবং গণমাধ্যমকে অবহিত করতে ট্রাইপ্পারেলি ইন্সট্রন্যাশনাল বাংলাদেশ বেশ কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে আরটিআই ফোরামের সাথে যৌথভাবে সেমিনার, আম্যমান কার্টুন প্রদর্শনী, পাঠচক্র, মানববন্ধন, তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স স্থাপন, মিডিয়া ক্যাম্পেইন (বেতার ও টিভি বিজ্ঞাপন, সিডি প্রকাশনা), টিশার্ট, ফেস্টুন, স্টিকার এবং তথ্যপ্রত বিতরণ। এর মধ্যে ঢাকা ইয়েস (ইয়েস এনগেজমেন্ট এবং সাপোর্ট) গ্রুপ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তথ্য ও পরামর্শ ডেক্স স্থাপন করবে। তথ্য অধিকার নিয়ে সেমিনার আয়োজন করবে উত্তরা ইউনিভার্সিটি ইয়েস, ইউল্যাব ইয়েস এবং সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইয়েস সদস্যরা। অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর, রোকেয়া হল ও ম্যানেজম্যান্ট স্টাডিজ ইয়েস, ইউল্যাব এবং ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ইয়েস গ্রুপার্যাজন করবে তথ্য অধিকার বিষয়ক পাঠচক্র অনুষ্ঠানের। জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি চিআইবি অনুপ্রাপ্তি ৩৬টি সচেতন নাগরিক কমিটি ও ইয়েস গ্রুপগুলো স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণ করেছে ব্যক্ত কর্মসূচী। এর মধ্যে রয়েছে তথ্য মেলা, মানববন্ধন, ব্যালী, কার্টুন প্রদর্শনী, সেমিনার, মতবিনিয়ন সভা ইত্যাদি।

ঘটনা ২ : রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বহির্বিভাগে ঝোগীদের সেবার জন্য টিকেটের মূল্য ছিল ৫.৫০ টাকা কিন্তু খুচুরা না থাকার অভ্যন্তরে ঝোগীদের কাছ থেকে নেয়া হতো ৬.০০ টাকা। ফলে অতিরিক্ত ৫০ পয়সা টিকেট বিক্রেতার হাতে চলে যেতো। বিষয়টি এই শহরের কিছু উদ্যোগী তরঙ্গদের যারা ‘মানুষের জন্য কিছু করতে হবে’ এই বাধে উদ্বৃদ্ধ হয়ে রংপুর সচেতন নাগরিক কমিটি স্বেচ্ছাসেবক দলে অর্থভূক্ত হয়েছে তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। সমস্যাটি ছেট হলেও গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপ একটি তথ্যপত্র (৩০ এপ্রিল ২০০৬) প্রকাশ করে। এতে মেডিকেল কলেজের সেবার মূল্য তালিকা, অনুসন্ধান বিভাগ, জরুরি বিভাগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়। তথ্য পত্রটি রংপুর শহর ও হাসপাতালে বিলি করা হয়। এ বিষয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চতুরে হাসপাতালের প্রদত্ত সেবা সংজ্ঞান প্রচারণা করা হয়।

প্রচারণার মাধ্যমে ঝোগী বা সেবা গ্রহণকারীরা সঠিক তথ্য জানতে পারে। ফলে তারা টিকেট কেনার সময় অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে অশীকৃতি এবং প্রতিবাদ জানায়।

বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে এলে হাসপাতাল পরিচালক একটি আদেশ জারি করেন যে, বহির্বিভাগে টিকিটের মূল্য ৬.০০ টাকাই নেয়া হবে তবে অতিরিক্ত ৫০ পয়সা গরিব-দুষ্ট ঝোগীর কল্যাণে ব্যয়ের লক্ষ্যে প্রতিদিন সমাজ কল্যাণ অফিসে রাশিদের মাধ্যমে জমা করা হবে।

উল্লেখ্য, বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে সাতশত (টিকেট বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব) ঝোগী টিকেট দ্রব্য করে। এ হিসাব মতে প্রতিদিন অতিরিক্ত তিনশত পঁচাতার টাকা (প্রতি টিকেট ৫০ পয়সা হিসেবে) সমাজ কল্যাণ অফিসে জমা হয়। এ অংক বছরে (শুরুবার বাদে) ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩ শত ৭৫ টাকায় দাঁড়াবে।

উল্লিখিত হিসাব মতে এ্যাবৎ আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ টিকেট বিক্রেতাদের পক্ষে হতো যা এখন সমাজ কল্যাণ তহবিলে জমা হচ্ছে।

Six key challenges in implementing RTI

Bangladesh faces at least six key challenges in implementing RTI. Overcoming these challenges require a paradigm shift including a major transformation of the mindset and attitudes to be able to share power and to own and internalize the culture of disclosure. The six key challenges are:

Without this even with the best commitment and capacity of the information system will remain insensitive to the letter and spirit of RTI.

1. Developing a Strategy Right to information needs to be placed in a strategic framework and a plan of action with specific time frame. In developing the strategy all stakeholders, especially the civil society, NGO leaders, media and others must be involved in a participatory process. An inter-ministerial committee should coordinate and monitor the implementation of the action plan by the various government ministries and departments. NGOs and other institutions covered by the law should develop their own time-bound implementation and monitoring plan.

5. RTI-friendly legal regime Success in ensuring RTI depends very significantly on supportive legislation. The RTI Act itself should be constantly reviewed and analyzed to ensure that it actually facilitates and not restricts the people's access to information. Instruments like the Official Secrets Act 1923, Evidence Act 1872 (123-124), Rules of Business 1996 (Rule 28-1), Government Services Conduct Act 1979 (Rule 19) or the secrecy provision under the Oath (affirmation) of Appointment to public office may turn out to be among worst predicaments against breaking away from the culture of secrecy. The implementation process should include harmonizing all existing laws and regulations with the RTI Act so as to remove any inconsistencies and contradictions that could impede the prospect of implementation.

2. Capacity of the Information Commission A key element of the strategy and action plan of the Information Commission will be its capacity, independence, vibrancy and effectiveness. The Commission must be headed by Commissioners, who have the highest degree of credibility, public trust, professional excellence and capacity, leadership quality and dynamism. It must be sufficiently resourced – financial, human, technical. It should be independent and proactive.

6. The Civil Society and the Media The civil society has a two-way stake in the implementation of the RTI in Bangladesh – as providers of information and as campaigners for implementation on both demand and supply side. Provisions of the Act applicable to the Government institutions in terms of providing information are equally applicable for non-governmental organizations. Apart from creating demand for citizen's right to information in general, NGOs may play a very important role in developing and communicating various categories of materials containing information depending on areas of interest of members of the public, with special emphasis on what it is that should concern them and how they could demand and use those effectively in achieving their rights and entitlements.

3. Breaking the culture of secrecy The most formidable challenge facing democratic and accountable governance is secrecy which leads to concentration of power and widening of discretion. It is crucial therefore, to work towards achieving a qualitative change of mindset breaking away from a culture of secrecy to culture of openness. While all officials have to be oriented towards the mindset change, it is particularly important in case of information officers with provisions for their training and capacity building.

Like any other sector, media is not also free from challenges. There can be conflict of interest between its function of informing the public and imperative to make profit. Increasing concentration of media in business houses with political links can pose a challenge to the true spirit of RTI by influencing the opinion through purposive use of information. A strong and principled self-regulatory system within the media can be helpful.

4. RTI-friendly Information System One of the most formidable challenges of implementing RTI is the lack of capacity of the information holders – institutions as well as individuals. There is no alternative to developing a modern digital system of information management that would facilitate easy, dependable and secure archiving and retrieval with clear tracking indicators.

www.ti-bangladesh.org/banner_right/RTI-pap-210604-2.pdf